আবৃত্তির ৩০০ কবিতা

আবৃত্তির ৩০০ কবিতা

সম্পাদনা

সজল আহমেদ

আবৃত্তির ৩০০ কবিতা
সম্পাদনা : সজল আহমেদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা
দে'জ পাবলিশিং কলেজ স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ৫৫০ টাকা

Abritir 300 Kobita Edited by Sajal Ahmed Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Kobi Prokashani Edition: March 2021 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash) Phone: 02-9668736
Price: 550 Taka Rs 550 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-91027-7-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

সব্যসাচী হাজরা
ও
তনুজা ভট্টাচার্য্য

ভূমিকা

একটি কবিতার প্রথম পাঠক স্বয়ং কবি। অর্থাৎ তিনিই প্রথম নিভৃতে পাঠ করেন কবিতাটি। এ-ও সত্য যে, কোনো কবিই আবৃত্তির কথা মাথায় রেখে কবিতা লেখেন না। তিনি শুধু নির্মাণের দুঃখ ও আনন্দ উপভোগ করেন। তাই সকল কবিতাই আবৃত্তিযোগ্য কি-না এ তর্কে আমি যাবো না। একটি কবিতাকে জনপ্রিয় করে অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে একজন আবৃত্তিশিল্পীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আমি কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কবির খ্যাতির চেয়ে কবিতার উৎকর্ষকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি—সম্পূর্ণভাবে সৎ ও নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছি। এই সংকলনটি তিনশ কবিতা নিয়ে সাজানো হয়েছে। ফলে অনেক ভালো কবি ও কবিতা বাদ রয়ে গেল। তা ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্ত হবে অন্য কোনো বৃহৎ সংকলনে। আর কোনো সংকলনই শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা পায় না বা পাওয়া সম্ভবও নয়।

পরিশেষে এই অপূর্ণতার স্বাদ দিয়ে আবৃত্তিপ্রেমী পাঠকদের মনে এই সংকলনটি যদি পূর্ণতা আনতে পারে তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সজল আহমেদ
ফেব্রুয়ারি ২০২১

সূচিপত্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
ছন্নছাড়া ১৭
উদ্বাস্তু ২০

অজিত দত্ত
জিজ্ঞাসা ২৩

অনিতা অগ্নিহোত্রী
সুখের দিন ২৫

অনীশ ঘোষ
ঘর ২৭

অবন বসু
সবুজ বয়সের চিঠি ২৮

অমিতেশ মাইতি
আমাদের গল্প ২৯

অমিয় চক্রবর্তী
বৃষ্টি ৩০

অন্নদাশঙ্কর রায়
খুকু ও খোকা ৩২
শেখ মুজিবুর রহমান ৩৩

অতুলপ্রসাদ সেন
মোদের গরব, মোদের আশা ৩৪

অরুণ মিত্র
দ্যাখো এই আমি এলাম ৩৫

অরুণেশ ঘোষ
মাকে ৩৭

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী
বকুল ৩৯

অশোক রায় চৌধুরী
প্রেম ছিল মনেই পড়ে না ৪০

অসীম সাহা
পৃথিবীর সবচেয়ে মর্মঘাতী রক্তপাত ৪১
উদ্বাস্তু ৪২

আজীজুল হক
নরকে এক মুহূর্ত ৪৪

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
আমার দুখিনী বাংলা ৪৭

আবদুস শুকুর খান
একদিন সময়ে ৪৮

আবিদ আজাদ
এখন যে কবিতাটি লিখব আমি ৪৯
যে শহরে আমি নেই আমি থাকবো না ৫২

আবুল হাসান
বৃষ্টি চিহ্নিত ভালোবাসা ৫৬
আমি অনেক কষ্টে আছি ৫৭
উচ্চারণগুলি শোকের ৫৮

চামেলী হাতে নিম্নমানের মানুষ ৫৯
নিঃসঙ্গতা ৬০

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
কোনো এক মাকে ৬১
আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি ৬২

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
আক্রান্ত গজল ৭২
ছবি ৭২
একুশের কবিতা ৭৩

আবুবকর সিদ্দিক
কঙ্কালে অলঙ্কার দিয়ো ৭৫

আল মাহমুদ
কবিতা এমন ৭৬

আলাউদ্দিন আল আজাদ
স্মৃতিস্তম্ভ ৭৭

আসাদ চৌধুরী
রিপোর্ট-১৯৭১ ৭৮
বারবারা বিডলারকে ৮০

আহসান হাবীব
আমার যাওয়া হয় না ৮২
সার্চ ৮৩
আমি কোনো আগন্তুক নই ৮৫
যে পায় সে পায় ৮৬
দোতলার ল্যান্ডিং ॥ মুখোমুখি ফ্ল্যাট ॥
একজন সিঁড়িতে, একজন দরজায় ৮৭
ঘুমের আগে ৮৮
একবার বলেছি তোমাকে ৮৯
মেঘনা পাড়ের ছেলে ৯০
কান্না ৯১

আহমদ রফিক
সে গান আমার বাংলা ৯২

উৎপলকুমার বসু
আঁচিল ৯৩

কাজী নজরুল ইসলাম
বিদ্রোহী ৯৪
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে ৯৮
পিছু-ডাক ১০০
কবি-রাণী ১০১
ঘুম-জাগানো পাখী ১০২
খুকী ও কাঠ্‌বেরালি ১০২
লিচু-চোর ১০৩
কাণ্ডারী হুশিয়ার ১০৫
সাম্যবাদী ১০৬
নারী ১০৭
কুলি-মজুর ১০৯
দারিদ্র্য ১১১

কমল চক্রবর্তী
জামশেদপুরে বর্ষা ১১৫

কুসুমকুমারী দাশ
আদর্শ ছেলে ১১৬

কৃষ্ণা বসু
একটি সামান্য চিঠি ১১৭

খোন্দকার আশরাফ হোসেন
বেহুলা বাংলাদেশ ১১৮

জয় গোস্বামী
নুন ১২০
স্নান ১২০
মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয় ১২১

ঈশ্বর আর প্রেমিকের সংলাপ ১২২
মেঘবালিকার জন্য রূপকথা ১২৩

জয়দেব বুস
'ভারত এক খোঁজ' ১২৮
ঈর্ষা ১২৯

জামালউদ্দিন
ক্রীতদাস ১৩২

জীবনানন্দ দাশ
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ১৩৩
আমি যদি হতাম ১৩৩
বনলতা সেন ১৩৪
আট বছর আগের একদিন ১৩৫
অদ্ভুত আঁধার এক ১৩৭
আবার আসিব ফিরে ১৩৮
আকাশলীনা ১৩৮
বোধ ১৩৯
নির্জন স্বাক্ষর ১৪২
কুড়ি বছর পরে ১৪৫

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র
মধুবংশীর গলি ১৪৬

জসীম উদ্‌দীন
প্রতিদান ১৫৬
রাখাল ছেলে ১৫৬
আসমানী ১৫৭
মামার বাড়ি ১৫৮
কবর ১৫৯

তারাপদ রায়
আমার ডুগডুগি ১৬৩
ছায়াসুন্দরী ১৬৩

তসলিমা নাসরিন
তবু ফিরব ১৬৫
অবশেষটুকু ১৬৫
শ্যামলসুন্দর ১৬৬

ত্রিদিব দস্তিদার
ভালোবাসতে বাসতে ফতুর করে দেবো ১৬৮
বন্ধু না প্রেমিক ১৬৮
চোখ ১৬৯

দাউদ হায়দার
চলে এলুম ১৭১
যদি ফেরাও ১৭২
জন্মই আমার আজন্ম পাপ ১৭৩
সেই কথা বলা হ'লো না ১৭৪

দিনেশ দাস
কাস্তে ১৭৬

নাজিম হিকমত
আমি জেলে যার পর ১৭৭
আত্মজীবনী ১৭৯

নিত্য মালাকার
ভাতের মানদণ্ডে ইদানীং শিল্পবোধ ১৮২

নিয়তি দাস
আমরা সত্যের শিকড়ে বাঁধা ১৮৩

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
গোলাপ যাত্রা ১৮৫
তোমাকে বলেছিলাম ১৮৬
অমলকান্তি ১৮৭
উলঙ্গ রাজা ১৮৮

নির্মলেন্দু গুণ
উল্লেখযোগ্য স্মৃতি ১৮৯
ওটা কিছু নয় ১৯০
যাত্রা-ভঙ্গ ১৯০
রাজদণ্ড ১৯১

আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি ১৯৩
দণ্ডকারণ্য ১৯৪
আকাশসিরিজ ১৯৫
তোমার চোখ এত লাল কেন ১৯৬
মানুষ ১৯৬
হুলিয়া ১৯৭
প্রথম অতিথি ২০০

প্রতুল মুখোপাধ্যায়
আমি বাংলায় গান গাই ২০২

প্রদীপ দাস
বাতাসিয়া মধুপুর ২০৪

প্রদীপ চৌধুরী
গোলপার্ক ২০৭
রাত্রি ২০৮

প্রবালকুমার বসু
অন্ধের ঈশ্বর ২১১

প্রমথনাথ বিশী
বলো, বলো, বলো ২১২

পূর্ণেন্দু পত্রী
সেই গল্পটা ২১৪
মাধবীর জন্যে ২১৫
সরোদ বাজাতে জানলে ২১৬
যে টেলিফোন আসার কথা ২১৬
কখন আসছ তুমি ২১৭
বুকের মধ্যে বাহান্নটা আলমারি ২১৮
কথোপকথন ১ ২১৯
কথোপকথন ১ ২২০
কথোপকথন ২ ২২০
কথোপকথন ৪ ২২১
কথোপকথন ৬ ২২৩
কথোপকথন ২৩ ২২৩
কথোপকথন ৩৭ ২২৪
কথোপকথন ১১ ২২৫
সোনার ম্যাডেল ২২৫

প্রেমেন্দ্র মিত্র
ফ্যান ২২৭
মুখ ২২৮

ফালগুনী রায়
নির্বিকার চার্মিনার ২২৯
মানুষের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই ২৩০

বিষ্ণু দে
সর্বদাই সুখদা বরদা ২৩১
ঘোড়সওয়ার ২৩১

বুদ্ধদেব বসু
চিল্কায় সকাল ২৩৪
নদী-স্বপ্ন ২৩৫

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কালো বস্তির পাঁচালি ২৩৭
জন্মভূমি আজ ২৩৮
সেই মানুষটিকে যে ফসল ফলিয়েছিল ২৩৯
আশ্চর্য ভাতের গন্ধ ২৪১
ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে ২৪১

বুলবুল মহলানবীশ
এই নবান্নে ২৪৩

ভাস্কর চৌধুরী
আমার বন্ধু নিরঞ্জন ২৪৪

মহাদেব সাহা
বৈশাখে নিজস্ব সংবাদ ২৪৭
ফিরে দাও রাজবংশ ২৪৯
চিঠি দিও ২৫০
আফ্রিকা, তোমার দুঃখ বুঝি ২৫১
পাতার ঘোমটা-পরা বাড়ি ২৫২

মাহবুব উল আলম চৌধুরী
কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি ২৫৪

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
বঙ্গভাষা ২৫৬
উপক্রম ২৫৬
কপোতাক্ষ নদ ২৫৭
আত্মবিলাপ ২৫৮

মুহাম্মদ সামাদ
একটি যুবক ২৬০

মন্দাক্রান্তা সেন
ঘর ২৬২

মল্লিকা সেনগুপ্ত
রাণু ও রবীন্দ্রনাথ ২৬৩

মোহন রায়হান
তোমাকে মনে পড়ে যায় ২৬৬

মারুফ রায়হান
সবুজ শাড়িতে লাল রক্তের ছোপ ২৬৯

যতীন্দ্রমোহন বাগচী
কাজলা-দিদি ২৭১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বর্ষার দিনে ২৭২
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ২৭৩
কৃষ্ণকলি ২৭৪
মানসী ২৭৬
পায়ে চলার পথ ২৭৬
ঝুলন ২৭৮
দুই বিঘা জমি ২৮১
হঠাৎ-দেখা ২৮৩
আমাদের ছোটো নদী ২৮৪
প্রশ্ন ২৮৬
সোনার তরী ২৮৭
অনন্ত প্রেম ২৮৮
বাঁশি ২৮৯
বীরপুরুষ ২৯২
সাধারণ মেয়ে ২৯৪
তালগাছ ২৯৮

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ
সশস্ত্রবাহিনীর প্রতি ৩০০
হাড়েরও ঘরখানি ৩০২
পৌরাণিক চাষা ৩০৭
হে আমার বিষণ্ন সুন্দর ৩০৮
বাতাসে লাশের গন্ধ ৩০৯
ফাঁসির মঞ্চ থেকে ৩১০

রফিক আজাদ
ভাত দে হারামজাদা ৩১২
প্রতীক্ষা ৩১৩
যদি ভালোবাসা পাই ৩১৫
নেবে স্বাধীনতা ৩১৫

রাম বসু
পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে ৩১৮

লুৎফর রহমান রিটন
খিদে ৩২০
শার্লীকে লেখা চিঠি ৩২২

শামসুর রাহমান
কালো মেয়ের জন্য পঙ্‌ক্তিমালা ৩২৪
কালবেলার সংলাপ ৩২৫
তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা ৩২৬
স্বাধীনতা তুমি ৩২৮
আসাদের শার্ট ৩২৯
তুমি বলেছিলে ৩৩০
অভিশাপ দিচ্ছি ৩৩১

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
অবনী বাড়ি আছো ৩৩৩
যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো? ৩৩৩
যখন বৃষ্টি নামলো ৩৩৪
আনন্দ-ভৈরবী ৩৩৪
একবার তুমি ৩৩৫
ছেলেটা ৩৩৬

শঙ্খ ঘোষ
বাবরের প্রার্থনা ৩৩৭
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে ৩৩৮

শহীদ কাদরী
তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা ৩৩৯
ব্ল্যাকআউটের পূর্ণিমায় ৩৪০

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
দেখি তোমার ভালোবাসা ৩৪২

শরৎ কুমার
এই তো বেশ আছি ৩৪৩

শ্যামলকান্তি দাশ
আজ টুকটুকির বিয়ে ৩৪৬

শুভ দাশগুপ্ত
ফাংগাস ৩৪৭
আমিই সেই মেয়ে ৩৪৯

শান্তি লাহিড়ী
যেতে চাস, চলেই যাবি ৩৫২

শৈলেশ্বর ঘোষ
যে কেউ নষ্ট করে ৩৫৩
দরজাখোলার নদী ৩৫৪

সমর সেন
বিস্মৃতি ৩৫৬
একটি বেকার প্রেমিক ৩৫৬
নাগরিক ৩৫৭

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
শাশ্বতী ৩৫৯
উট পাখি ৩৬০

সুকান্ত ভট্টাচার্য
ছাড়পত্র ৩৬২
প্রিয়তমাষু ৩৬২
হে মহাজীবন ৩৬৪
রানার ৩৬৫

সঞ্জয় ভট্টাচার্য
মনে থাকবে না ৩৬৭
আমার মৃত্যুকে ভুলে যেও ৩৬৭

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
পাল্কীর গান ৩৬৯

সৈয়দ আলী আহসান
মনে হল যেন বৃষ্টি পড়লো ৩৭৪

সৈয়দ আল ফারুক
বাঙালি ৩৭৬
অনুগ্রহ করে আমাকে ব্যবহার করুন ৩৭৭

সুকুমার রায়
বাবুরাম সাপুড়ে ৩৭৯
সৎপাত্র ৩৭৯
ভয় পেয়ো না ৩৮০

সুফিয়া কামাল
উদাত্ত বাংলা ৩৮১
আজকের বাংলাদেশ ৩৮২

সলিল চৌধুরি
এক গুচ্ছ চাবি ৩৮৩

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ
গোলমাল কোরো না মিছেমিছি ৩৮৫
আরো একবার ভালবেসে ৩৮৬

সিকান্দার আবু জাফর
সংগ্রাম চলবেই ৩৮৮
বাঙলা ছাড়ো ৩৮৯
তখন রাত্রি শেষ ৩৯১

সেলিম মুস্তাফা
ঈশ্বর নেমে আসুক ৩৯২

সৈয়দ শামসুল হক
নূরলদীনের সারা জীবন (কাব্য নাটকের প্রস্তাবনা) ৩৯৪
নিজেকে ঠিক তোমার জন্যে ৩৯৫
আমার পরিচয় ৩৯৬
নির্বাসনে যাবার আগে দেখা ৩৯৮
পরানের গহীন ভিতর ১ ৩৯৮
পরানের গহীন ভিতর ১১ ৩৯৯

সুবো আচার্য
মানুষের পৃথিবী থেকে কবিতা শেষ হয়ে গেছে ৪০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
একটি কবিতার জন্য ৪০১
জননী জন্মভূমি ৪০১
একটি সংলাপ ৪০৩
মে দিনের কবিতা ৪০৫
ফুল ফুটুক না ফুটুক ৪০৫

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কেউ কথা রাখেনি ৪০৭
উত্তরাধিকার ৪০৮
যদি নির্বাসন দাও ৪০৮
চে গুয়েভারার প্রতি ৪১০
পাহাড় চূড়ায় ৪১১
স্মৃতির শহর ১৪ ৪১২
কাঁটা ৪১৩
আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি ৪১৪
না-পাঠানো চিঠি ৪১৫

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
মর্মগ্রাস ৪১৯
অভিমন্যু ৪১৯

সুজিত সরকার
হে হিন্দু যুবক, কথা দাও ৪২১

সৃজন সেন
মাতৃভূমির জন্য ৪২২
প্রিয়তমাসু ৪২৬

সুবোধ সরকার
শাড়ি ৪২৮
রূপম ৪২৯
পলাশপুর ৪৩০

সিদ্ধার্থ সিংহ
মাত্র কয়েকটা আর্মস ৪৩২

সমীরণ ঘোষ
প্রতিভূমিকা-১ ৪৩৩

সমুদ্র গুপ্ত
মাছি ৪৩৫

সুতপা সেনগুপ্ত
হৃদয়বরণী ৪৩৬

হাসান হাফিজুর রহমান
স্মৃতি ৪৩৭

হোসনে আরা
সফদার ডাক্তার ৪৩৮

হুমায়ুন আজাদ
গরিবদের সৌন্দর্য ৪৩৯
তোমার দিকে আসছি ৪৪০
বিজ্ঞাপন : বাঙলাদেশ ১৯৮৬ ৪৪০
সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে ৪৪২
দোকানি ৪৪৩

হেলাল হাফিজ
নিষিদ্ধ সম্পাদকীয় ৪৪৫
ইচ্ছে ছিলো ৪৪৫
ফেরীঅলা ৪৪৬
যাতায়াত ৪৪৭
প্রস্থান ৪৪৮

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছন্নছাড়া

গলির মোড়ে একটা গাছ দাঁড়িয়ে
গাছ না গাছের প্রেতচ্ছায়া—
আঁকাবাঁকা শুকনো কতকগুলি কাঠির কঙ্কাল
শূন্যের দিকে এলোমেলো তুলে দেওয়া,
রুক্ষ রুষ্ট রিক্ত জীর্ণ
লতা নেই পাত নেই ছায়া নেই ছাল-বাকল নেই
নেই কোথাও এক আঁচড় সবুজের প্রতিশ্রুতি
এক বিন্দু সরসের সম্ভাবনা।
ওই পথ দিয়ে
জরুরি দরকারে যাচ্ছিলাম ট্যাক্সি ক'রে।
ড্রাইভার বললে, ওদিকে যাব না।
দেখছেন না ছন্নছাড়া ক'টা বেকার ছোকরা
রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছে—
চোঙা প্যান্ট, চোখা জুতো, রোখা মেজাজ, ঠোকা কপাল—
ওখান দিয়ে গেলেই গাড়ি থামিয়ে লিফট চাইবে,
বলবে, হাওয়া খাওয়ান।

কারা ওরা?
চেনেন না ওদের?
ওরা বিরাট এক নৈরাজ্যের—এক নেই রাজ্যে বাসিন্দে।
ওদের কিছু নেই
ভিটে নেই ভিত নেই রীতি নেই নীতি নেই
আইন নেই কানুন নেই বিনয় নেই ভদ্রতা নেই
শ্লীলতা-শালীনতা নেই।
ঘেঁষবেন না ওদের কাছে।

কেন নেই?
ওরা যে নেই রাজ্যের বাসিন্দে—
ওদের জন্যে কলেজে সিট নেই
অফিসে চাকরি নেই
কারখানায় কাজ নেই
ট্রামে-বাসে জায়গা নেই

মেলায়-খেলায় টিকিট নেই
হাসপাতালে বেড নেই
বাড়িতে ঘর নেই
খেলবার মাঠ নেই
অনুসরণ করবার নেতা নেই
প্রেরণা-জাগানো প্রেম নেই
ওদের প্রতি সম্ভাষণে কারু দরদ নেই—
ঘরে-বাইরে উদাহরণ যা আছে
তা ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের উদাহরণ নয়,
তা সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ—
শুধু নিজের দিকে ঝোল-টানা।
এক ছিল মধ্যবিত্ত বাড়ির এক চিলতে ফালতু এক রক
তাও দিয়েছে লোপাট ক'রে।

তাই এখন পথে এসে দাঁড়িয়েছে সড়কের মাঝখানে।
কোত্থেকে আসছে সেই অতীতের স্মৃতি নেই।
কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বর্তমানের গতি নেই
কোথায় চলছে নেই সেই ভবিষ্যতের ঠিকানা।

সেচ-হীন ক্ষেত
মণি-হীন চোখ
চোখ-হীন মুখ
একটা স্ফুলিঙ্গ-হীন ভিজে বারুদের স্তূপ।

আমি বললুম, না ওখান দিয়েই যাব,
ওখান দিয়েই আমার শর্টকার্ট।
ওদের কাছাকাছি হতেই মুখ বাড়িয়ে
জিজ্ঞেস করলুম,
তোমাদে ট্যাকসি লাগবে? লিফট চাই?
আরে এই তো ট্যাক্সি, এই তো ট্যাকসি, লে হালুয়া
সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ওরা
সিটি দিয়ে উঠল
পেয়ে গেছি পেয়ে গেছি চল পানসি বেলঘরিয়া।
তিন-তিনটে চোকরা উঠে পড়ল ট্যাকসিতে,
বললুম, কদ্দুর যাবে।

এই কাছেই। ওই দেখতে পাচ্ছেন না ভিড়?
সিনেমা না জলসা না নয় কোনো ফিল্মি তারকার অভ্যর্থনা।
একটা নিরীহ লোক গাড়িচাপা পড়েছে,
চাপা দিয়ে গাড়িটা উধাও—
আমাদের দলের কয়েকজন গাড়িটার পিছে ধাওয়া করেছে
আমরা খালি ট্যাকসি খুঁজছি।
কে সে লোক?
একটা বেওয়ারিশ ভিখিরি।
রক্তে-মাংসে দলা পাকিয়ে গেছে।
ওর কেউ নেই কিছু নেই
শোবার জন্যে ফুটপাথ আছে তো মাথার উপরে ছাদ নেই,
ভিক্ষার জন্যে পাত্র একটা আছে তো
তার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ফুটো।
রক্তে মাখামাখি সেই দলা-পাকানো ভিখিরিকে
ওরা পাঁজাকোলা করে ট্যাকসির মধ্যে তুলে নিল।
চেঁচিয়ে উঠল সমস্বরে-আনন্দে ঝংকৃত হয়ে—
প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে।

রক্তের দাগ থেকে আমার ভব্যতা ও শালীনতাকে বাঁচাতে গিয়ে
আমি নেমে পড়লুম তাড়াতাড়ি।
তারপর সহসা শহরের সমস্ত কর্কশে-কঠিনে
সিমেন্টে-কংক্রিটে।
ইটে-কাঠে-পিচে-পাথরে দেয়ালে-দেয়ালে
বেজে উঠল এক দুর্বার উচ্চারণ
এক প্রত্যয়ের তপ্ত শঙ্খধ্বনি—
প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে,
প্রাণ থাকলেই স্থান আছে মান আছে
সমস্ত বাধা-নিষেধের বাইরেও
আছে অস্তিত্বের অধিকার।

ফিরে আসতেই দেখি
গলির মোড়ে গাছের সেই শুকনো বৈরাগ্য বিদীর্ণ ক'রে
বেরিয়ে পড়েছে হাজার-হাজার সোনালি কচি পাতা
মর্মরিত হচ্ছে বাতাসে,
দেখতে দেখতে গুচ্ছে গুচ্ছে উথলে উঠেছে ফুল

ঢেলে দিয়েছে বুকের সুগন্ধ,
উড়ে এসেছে রঙ-বেরঙের পাখি
শুরু করেছে কলকণ্ঠের কাকলি,
ধীরে ধীরে ঘন পত্রপুঞ্জে ফেলেছে স্নেহার্দ্র দীর্ঘছায়া
যেন কোনো শ্যামল আত্মীয়তা।
অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে দেখলুম
কঠোরের প্রচ্ছন্নে মাধুর্যের বিস্তীর্ণ আয়োজন।
প্রাণ আছে, প্রাণ আছে—শুধু প্রাণই আশ্চর্য সম্পদ
এক ক্ষয়হীন আশা
এক মৃত্যুহীন মর্যাদা।

উদ্বাস্তু

চল, তাড়াতাড়ি কর
আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড় বেরিয়ে পড় এখুনি।
ভোর রাতের স্বপন ভরা আদুরে ঘুমটুকু নিয়ে আর পাশ ফিরতে হবে না।
উঠে পড় গা ঝাড়া দিয়ে, সময় নেই—
এমন সুযোগ আর আসবে না কোনোদিন।
বাছবাছাই না করে হাতের কাছে যা পাস
তাই দিয়ে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে নে হুট করে।
বেরিয়ে পড়, দেরী করলেই পস্তাতে হবে
বেরিয়ে পড়—

ভূষণ পাল গোটা পরিবারটাকে ঝড়ের মতো নাড়া দিলো।
কতো দূর দিগন্তের পথ
এখান থেকে নৌকো করে স্টিমার ঘাট
সেখান থেকে রেল স্টেশন
কী মজা ! আজ প্রথম ট্রেনে চাপবি, ট্রেনে করে চেকপোস্ট
সেখান থেকে পায়ে হেঁটে পায়ে হেঁটে পায়ে হেঁটে
ছোটো ছেলেটা ঘুমমোছা চোখে জিজ্ঞেস করলে "সেখান থেকে কোথায় বাবা"?
কোথায় আবার ! আমাদের নিজের দেশে।
ছায়াঢাকা ডোবার ধারে হিজল গাছে ঘুমভাঙ্গা পাখিরা চেনা গলায় কিচিরমিচির করে উঠলো।
জানালা দিয়ে বাইরে একবার তাকালো সেই ছোট্ট ছেলেটা, দেখলো তার কাটা ঘুড়িটা
এখনো গাছের মগডালে লটকে আছে,

হাওয়ায় ঠোক্কর খাচ্ছে তবুও কিছুতেই ছিঁড়ে পড়ছে না।
ঘাটের শান চটে গিয়ে যেখানে শ্যাওলা জমেছে
সেও করুণ চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করছে, কোথায় যাবে?
হিজল গাছের ফুল টুপটুপ করে এখনো পড়ছে জলের উপর, বলছে, যাবে কোথায়?

একটু দূরেই মাঠে কালো মেঘের মতো ধান হয়েছে
লক্ষীবিলাস ধান—তারও এক প্রশ্ন, যাবে কোথায়?
আরো দূরে ছলচ্ছলাৎ পাগলি নদীর ঢেউ
তার উপর ভেসে চলেছে পাল তোলা ডিঙ্গি,
ময়ূরপঙ্খী বলছে, আমাদের ফেলে কোথায় যাবে?
আমরা কি তোমার গত জন্মের বন্ধু? এ জন্মের কেউ নই? স্বজন নই?
তাড়াতাড়ি কর—তাড়াতাড়ি কর
আঙ্গিনায় গোবরছড়া দিতে হবে না, লেপতে হবে না পৈঁঠে পিঁড়ে,
গরু দুইতে হবে না, মাঠে গিয়ে বেঁধে রাখতে হবে না, দরজা খুলে দাও,
যেখানে খুশী চলে যাক আমাদের মতো
আমাদের মতো !
কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়? তা জানি না,
যেখানে যাচ্ছি সেখানে আছে কি?
সব আছে, অনেক আছে, অঢেল আছে
কত আশা, কত বাসা, কত হাসি, কত গান
কত জন, কত জায়গা, কতো জেল্লা, কতো চমক।
সেখানকার নদী কি এমনি মধুমতি?
মাটি কি এমনি মমতা মাখানো?
ধান কি এমনি বৈকুণ্ঠ—বিলাস?
সোনার মতো ধান আর রূপোর মতো চাল?
বাতাস কি এমনি হিজল ফুলের গন্ধভরা, বুনো বুনো, মৃদু মৃদু?
মানুষ কি সেখানে কম নিষ্ঠুর, কম ফন্দিবাজ, কম সুবিধেখোর?
তাড়াতাড়ি কর—তাড়াতাড়ি কর
ভূষণ এবার স্ত্রী সুবলার উপর ধমকে উঠলো
কি অতো বাছাবাছি, বাঁধাবাঁধি করছো
সব ফেলে ছড়িয়ে দিয়ে, টুকরো টুকরো করে
এ-পাশে ও-পাশে বিলিয়ে দিয়ে এগিয়ে চল

চারধারে কি দেখছিস ? ছেলেকে ঠেলা দিলো ভূষণ
জলা-জঙ্গলার দেশে দ্যাখবার আছে কী

আসল জিনিস দেখবি তো চল ওপারে, আমাদের নিজের দেশে, নতুন দেশে
নতুন দেশের নতুন জিনিস, মানুষ নয় জিনিস
নতুন জিনিসের নতুন নাম—'উদ্বাস্তু'।

ওরা কারা চলেছে আমাদের আগে আগে, ওরা কারা ?
ওরাও উদ্বাস্তু।
কত ওরা জেল খেটেছে, তকলি কেটেছে, হত্যে দিয়েছে সত্যের দুয়ারে,
কত ওরা মারের পাহাড় ডিঙ্গিয়েছে,
পেরিয়ে গিয়েছে কত কষ্টক্লেশ সমুদ্র
পথে পথে কতো ওরা মিছিল করেছে,
সকলের সমান হয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
পায়ে পায়ে রক্ত ঝরিয়ে, কিন্তু ক্লান্ত যাত্রার শেষ পরিচ্ছেদে এসে
ছেঁড়া খোঁড়া খুবলে—নেওয়া মানচিত্রে যেই হঠাৎ দেখতে পেল
আলো ঝলমল ইন্দ্রপুরীর ইশারা, ছুটলো দিশা হারা হয়ে
এতদিনের পরিশ্রমের বেতন নিতে,
মসনদে গদীয়ান হয়ে বসতে
ঠেস দিতে উপশমের বিস্ফোরিত তাকিয়ায়।
পথের কুশকণ্টককে একদিন যারা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেনি
আজ দেখছে সে—পথে লাল শালু পাতা হয়েছে কিনা
ড্রইং রুমে পা রাখবার জন্যে আছে কিনা
বিঘত পুরু ভেলভেটের কার্পেট।
ত্যাগব্রতের যাবজ্জীবন উদাহরণ হয়ে থাকবে বলে,
যারা এতোদিন ট্রেনের থার্ড ক্লাসে চড়েছে,
সাধারণ মানুষের দুঃখ দৈন্যের শরিক হয়ে
তারাই চলেছে এখন রকমারি তকমার চোপদার সাজানো
দশ ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে, পথচারীদের হটিয়ে দিয়ে তফাৎ করে দিয়ে
হ্যাঁ, ওরাও উদ্বাস্তু।
কেউ উৎখাত ভিটে মাটি থেকে
কেউ উৎখাত আদর্শ থেকে...

অজিত দত্ত

জিজ্ঞাসা

যদি ওই হৃদয়ের রঙটুকু নিয়ে কোনোদিন
বাতাস উদাস হয়, আকাশ রঙিন—
শরতে কি বসন্তের কুহু-কাকলিতে
নতুন জন্মের স্বাদে দুঃস্বপ্নেরে চায় মুছে দিতে,
তবে কি এ-পৃথিবীর ছদ্ম নটীবাস
শাস্ত্র শস্ত্র রাজনীতি বাণিজ্য-বিলাস
সেই মুহূর্তের অভিসারে
প্রাণের নিভৃতে এসে খ'সে প'ড়ে যাবে একেবারে?

যদি এই ভেজা মাটি শিশির দুর্বায়,
অনেক বিপথে ঘুরে পা দু-খানি পথ খুঁজে পায়—
তবে কোনো প্রান্তরের পারে,
কিংবা কোনো ভুলে-যাওয়া নদীর কিনারে,
মানুষের প্রেমের কি সংসারের বিচিত্র কাকলি,
ধূসর পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম কিংবা শ্যাম বনস্থলী,
পুরাতন আকাশ কি পুরোনো তারারা,
ধ্যানের শাসনে পেয়ে ছাড়া
হবে নত আমার এ হৃদয়ে পুরোনো পুঁথিতে
কোনো-এক নতুন কবিতা লিখে দিতে?

আমি সেই মুহূর্তেরে খুঁজে
শহরে, বাজারে, হাটে, মাঠের সবুজে,
কখনো, অরণ্যে, কভু রাজধানী-পথে জনতায়,
ঘুরেছি অনেক ক্লান্ত পায়।
রূপকাহিনীর মায়াপুরীতে নিভৃতে,
কত সোনা-ছাওয়া দিনে, কত হীরে-ছড়ানো রাত্রিতে,
সহস্রের স্রোতে ভেসে, কখনো, বা নির্জন সৈকতে,
দ্বীপে ও মরুতে আর কত তীর্থপথে,
কখনো বা মিনারের চূড়ায় দাঁড়ায়ে
দেখেছি দু-চোখে খুঁজে, সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বাঁয়ে,
শুধু মনে হয়—

বুঝি সে রয়েছে কাছে, বুঝি কাছে নয়।
হ'লো কতদিন!
সকালের রোদ আজ বিকালের ছায়ায় মলিন।
তবু জানি প্রাণের-সে-চরম জিজ্ঞাসা
আজো করে উত্তরের আশা
আকাশে বাতাসে চাঁদে, কখনো বা মানুষের ঘরে,
পাখির আওয়াজে আর প্রণয়ের মৃদু কণ্ঠস্বরে।
হয়তো জীবনে কিংবা জীবনেরও বড়ো কল্পনায়
সে-মুহূর্তে আছে যেন, আছে প্রতীক্ষায়।